জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের গুণাবলি ও আমল

MUHAMMADIYAH
PUBLICATIONS

জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের গুনাবলি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى র জন্য এবং তিনি আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ কে প্রত্যেক অবমাননাকর বিষয় থেকে নিরাপদ করে দেন এবং তাঁর উল্লেখ ও তাঁর পরিবারকে সমুন্নত রাখেন।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেনঃ
এমন কোন দিন নেই যেদিনের সৎকর্মসমূহ আজকের দিনের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় হয়; ধুল-হিজার প্রথম দশ দিনের সময়। তারা জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বলেছিলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, যদি না কেউ নিজের জান-মাল উভয়কেই কোরবানি করে এবং কোনকিছু নিয়ে ফিরে না আসে। (আল বুখারী)

অন্য একটি সংস্করণে ইবনে উমর رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে নবী বলেছেন: এমন কোন দিন নেই যে সময়কালে এই দশ দিনের চেয়ে সৎকর্মগুলি মহৎতর বা প্রিয়তর হয়। সুতরাং প্রায়শই তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তেলাওয়াত করুন। (ইমাম আহমদ)

যাবীর বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন: উত্তম দিনটি আরাফার দিন। এমন কোন দিন নেই যে সময়কালে এই দশ দিনের চেয়ে সৎকর্মগুলি আল্লাহর কাছে মহৎতর বা প্রিয়তর। সুতরাং প্রায়শই তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু

আকবার), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তেলাওয়াত করুন।

এই দিনগুলিতে দশ প্রকারের মতো ক্রিয়াকর্ম

এই দশ দিনের মধ্যে যে প্রার্থনা করা উচিত সে সম্পর্কে: একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই দিনগুলি তাঁর বান্দার প্রতি আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىতায়ালার কাছ থেকে এক মহান নেয়ামত, যা সক্রিয়ভাবে ধর্মপালনকারীদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। এই দশ দিনকে ইবাদতে উৎসর্গ করে আরও মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এই নেয়ামতের প্রশংসা করা এবং সুযোগটির সর্বাধিক ব্যবহার করা একজন মুসলমানের কর্তব্য। তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ আমাদের অনেক উপায় দিয়েছেন যাতে তাঁর উপকার করা ও তাঁর উপাসনা করা সম্ভব হয়, যাতে মুসলিম তার প্রতিপালকের উপাসনায় ক্রমাগত সক্রিয় ও ধারাবাহিক হতে পারে

জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের মধ্যে মুসলমানদের যে সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে সেগুলির মধ্যে অন্যতম:

প্রথমঃ

হজ্ব ও ওমরাহ পালন, যা সকল পালনের মধ্যে সেরা। এর শ্রেষ্ঠত্ব অনেক নবীর ঐতিহ্য দ্বারা চিহ্নিত প্রমাণিত হয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন: ওমরাহ পালন করা এবং এর সাথে অন্যকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে সংঘটিত গুনাহের প্রকাশ করে । এবং পরিপূর্ণ হজ্ব জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাথে দান করা হবে। এছাড়াও এই প্রভাবের অনেক ঐতিহ্য আছে।

দ্বিতীয়ঃ

কতিপয় দিন বা বিশেষত আরাফাহ দিবসে রোজা পালন করা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে রোজা পালনের মধ্যে অন্যতম সেরা; কারণ পবিত্র রীতি অনুসারে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى তাঁর নৈকট্য লাভের অন্যতম পালন: রোজা আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব। আমার বান্দা আমার জন্য তার ইচ্ছা, খাবার এবং পানীয় ত্যাগ করে।

আবু সাইদ আল খুদরী رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন: আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহর পথে এক দিনের রোজা রাখে, আল্লাহ সেদিন পালন করার কারণে সত্তর বছরের দূরত্বে তার ও আগুনের মাঝে পৃথক করে দেন। (একমত).

আবু কাতাদাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: আরাফাতের দিন রোজা পালন; আমি প্রত্যাশা করি যে পূর্ববর্তী বছরে যে সকল গুনাহ হয়েছিল এবং পরের বছরে যে পাপ করা হবে তা আল্লাহ তাআলা সরিয়ে নেবেন। (ইমাম মুসলিম)।

তৃতীয়ঃ

মহান আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ উচ্চারিত কালাম অনুসারে দিনগুলতে তাকবীর ও জিকির তেলাওয়াত করুন এবং নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর নাম উল্লেখ করুন [আল বাকারা ২: ২০৩]।

এই নির্দিষ্ট দিনগুলি ধুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন বলে জানা যায়। সুতরাং, ইবনে উমর رضي الله عنه দ্বারা বর্ণিত একটি ঐতিহ্য অনুসারে আলেমগণ এই দিনগুলিতে বেশি সময় জিকির করার পরামর্শ দেন।

অতএব, বেশিবার তাহলীল, তাকবীর, এবং তাহমীদ পাঠ করুন। ইবনে উমর ও আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনে বাজারগুলিতে যেতেন এবং উচ্চস্বরে তাকবীর আবৃত্তি করতেন এবং লোকেরা তাদের পরে তা পুনরায় করত। ইসহাক رحمه الله বিবৃত করেছেন যে, ফকীহগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনে আবৃত্তি করেছিলেন: আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহাইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বাজারে, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, মসজিদ এবং অন্য কোথাও এগুলি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করার জন্য প্রশংসিত হয়। আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে: যাতে তোমরা আল্লাহকে হেদায়েতের জন্য প্রশংসা করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। [আল বাকারা ২:১৮৫]

চতুর্থঃ

ক্ষমা ও করুণা অর্জনের জন্য অনুশোচনা এবং সমস্ত পাপকে তওবা এবং ত্যাগ করা। অবাধ্যতার কাজগুলি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যম,যখন আনুগত্যের কাজগুলি আল্লাহর سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى অনুগ্রহ লাভের উপায় আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ হিংসা বোধ করেন এবং আল্লাহ ঈর্ষা জাগ্রত করেন যখন মানুষ আল্লাহর নিষেধকে লঙ্ঘন করে। (একমত)

পঞ্চমঃ

স্বেচ্ছাসেবক পালনের আরও বেশি ভাল কাজ সম্পাদন করা যেমনঃ নামাজ, সদকা, জিহাদ, কোরআন তেলাওয়াত, সৎকর্মের ইঙ্গিত দেওয়া এবং অন্যায়কে নিষেধ করা, এবং এর মতো; কারণ এই দিনগুলিতে এই জাতীয় পালনের পুরস্কারগুলি বহুগুণ। এই দিনগুলিতে পালনগুলি শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় নিরর্থক এবং তারা জিহাদসহ অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পালনসমূহের চেয়ে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তম, যেটি সর্বোত্তম কাজ, যদি না কেউ তার জীবন এবং তার পদক্ষেপ উভয়কেই কোরবানী করে।

ষষ্ঠঃ

এই দিনগুলিতে সর্বদা দিন বা রাতে সাধারণভাবে তাকবীর পাঠ করা বৈধ। সীমাবদ্ধ তাকবীর হলো যেটি নামাজের পরে বাধ্যতামূলক পড়তে হবে। তীর্থযাত্রী না যারা তাদের ক্ষেত্রে, তাকবীরটি আরাফার দিন থেকে শুরু হয় এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য এটি কোরবানি দিবসের দুপুর সালাত থেকে শুরু হয়ে তাশরীকের শেষের আছর সালাত অবধি অব্যাহত থাকে।

সপ্তমঃ

কুরবানীর দিন এবং তাশরিকের দিন পশু কোরবানী দেওয়া। আমাদের পিতা ইব্রাহীম عليه السلام এর সুন্নত স্মরণে যখন আল্লাহ ইব্রাহিমকে একটি বড় মেষ দিয়ে ছেলেকে মুক্তিপণ করেছিলেন। এটা প্রমাণীকরণের সাথে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে নবী ﷺ দুটি কালো ও বড় মেষ কোরবানী দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে নিজের হাতে

হত্যা করলেন এবং তাদের উপর আল্লাহর নাম প্রার্থনা করলেন, তাকবীর পাঠ করলেন এবং তাঁর পায়ে তাদের পা রাখলেন, যখন তিনি তাদের হত্যা করলেন। (একমত.)

অষ্টমঃ

উম্মে সালামাহ رضى الله عنها বলেছেন: আপনি যখন জিলহাজ্জের নতুন চাঁদ দেখেন এবং আপনার মধ্যে কেউ একটি পশুকে কুরবানী করতে চান তখন তাকে চুল কাটানো বা শেভ করতে বা আঙ্গুলের নখগুলি বা পায়ের আঙ্গুলগুলি কাটানো থেকে বিরত থাকতে দিন। অন্য সংস্করণে: যতক্ষণ না সে তার কোরবানির পশু জবাই করে ততক্ষণ সে তার চুল এবং আঙ্গুলের নখ কাটবে না। এটি সম্ভবত যারা হজ্ব পালনকারী নন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাদের ত্যাগ করার জন্য পশু নিয়ে আসা হজ্বযাত্রীদের সাথে কিছু মিল রয়েছে। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى মহান, বলেছেন: আর যতক্ষণ না কোরবানী করা জন্তু জবাই করা হয় ততক্ষণ মাথা মুণ্ডন করো না। [আল বাকারাহ ১৯৭] এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যারা পশু উৎসর্গ করছেন, তার উপর নির্ভরশীলরা নয়, যদি না কারওর নিজের কোরবানীর পশু থাকে। কিছু চুল পড়ে গেলেও মাথা ধোয়ায় কোনও ক্ষতি নেই।

নবমঃ

মুসলিমকে অবশ্যই তার নির্দিষ্ট স্থানে ঈদের নামাজ পড়তে হবে এবং ঈদের খুতবাতে অংশ নিতে হবে। তাদের অবশ্যই ঈদের উদ্দেশ্যও তাঁর জানা উচিত,

এবং এটি কৃতজ্ঞতা ও সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য একটি সুযোগের দিন। তাকে এ দিনটিকে দুষ্টামি, অবাধ্যতা বা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির লঙ্ঘন করার অজুহাতে পরিণত করা উচিত নয়, যেমন সংগীত গাওয়া, অবৈধ বিনোদন এবং মদ খাওয়া ইত্যাদি। এগুলি সমস্তই ঘৃণ্য এবং ধূল-হিজার প্রথম দশ দিনের মধ্যে যে সৎকর্ম সম্পাদন করে তা বাতিল করে দেয়।

দশমঃ

উপরোক্ত সমস্ত পালনকাজগুলি জানার পরে, প্রতিটি মুসলিম, পুরুষ বা মহিলা, এই দিনগুলিকে অবশ্যই আল্লাহর سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى আনুগত্যে ও স্মরণে কাজে লাগাতে হবে , তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, সমস্ত বাধ্যতামূলক পালনগুলি পালন করা, নিন্দনীয় বিষয়গুলি এড়ানো এবং তার করুণা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই সময়টিকে কাজে লাগানো। একমাত্র আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , তিনিই সাফল্য দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের কথা উচ্চতর করেন এবং তিনি তাদেরকে প্রত্যেক অবমাননাকর বিষয় থেকে নিরাপদ রাখতে পারেন।

জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের আমলসমূহ

৪ রাকাত (একক) নফল(বিকল্প) প্রার্থনা:

এই নফল নামাজটি রাতের শেষ অংশে পড়তে হবে (তাহাজ্জুদ নামাযের সময়)

প্রতিটি রাকাতে স্বাভাবিক হিসাবে সূরা ফাতিহা পড়ুন।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে পড়ুন:

• আয়াতুল কুরসী(৩ বার)

• সূরা এখলাস(৩ বার)

• সূরা ফালাক(১ বার)

• সূরা নাস(১ বার)

নফল নামাজের পরে কিছু তসবীহ পড়ুন(সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ) ইত্যাদি ..) তারপরে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করুন (দুআ)।

এ আইনটি সম্পাদনের জন্য পুরষ্কার:

• হজ্ব করার জন্য পুরষ্কার।

• প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার প্রতিদান ও বরকত।

• সে যা ইচ্ছা পোষণ করবে আল্লাহ তায়ালা তা পুরন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত দশ রাতের জন্য পড়তে সক্ষম হয় তবে তার জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার রয়েছে:

• তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে একটি স্থান দেওয়া হবে

• তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে

• তারা নতুন ভাবে শুরু করবে যেন তারা সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছে

রোজা:

এই ১০ দিনে রোজা রাখা উচিত, বিশেষ করে :

• আরাফার আগের দিন এবং আরাফার দিন (৮ম এবং ৯ম দিন)

• যতটা সম্ভব প্রার্থনা করা উচিত

• এই ১০ দিনে অনেক নেক আমল করুন

• যে পাপ কাজ করে যাচ্ছিলেন সেগুলি বন্ধ করুন (অর্থাৎ সংগীত শোনা ইত্যাদি)

Muhammadiyah House of Wisdom
33 Riding Lane
Hyde, Cheshire
SK14 1NP

(+44) 0161 351 1975

www.zawiyah.org
info@zawiyah.org
zawiyahorg
ShaykhAhmadDabbagh

Bangla